আজকের কাগজ

তারিখ 11 OCT 1992 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

12

সংবাদ সম্মেলনে পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ভোগবিলাস স্বজনপ্রীতি ও গোষ্ঠি স্বার্থেই ব্যস্ত রয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি তাদের ১০ দফা দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম পূর্ণ কর্মবিরতি অব্যাহত রাখাসহ মাসব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা এ ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সূচনা বক্তব্য রাখেন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান। এ সময় অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সমিতির সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, আবদুর রউফ, আবদুর রশিদ, ইদরীস আলী, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, শিক্ষক সমিতির পক্ষে উপস্থাপিত ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষকরা অবিরাম পূর্ণ কর্মবিরতিসহ আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচি পালন করে আসছে। ফলে কারিগরি শিক্ষার বৃহৎ অঙ্গন সম্পূর্ণ অচল। ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নেতারা সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা শুধু নিজেদের ভোগ বিলাস, স্বজনপ্রীতি ও গোষ্ঠিক স্বার্থ ছাড়া কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকাই তারা রাখতে পারেনি। কোনো শিক্ষকের পদোন্নতি না হলেও বর্তমান মহাপরিচালকের পদোন্নতির নির্দেশ জরুরিভাবে ঠিকই করিয়ে আনা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করতে সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ বা প্রশাসনিক কোনো জটিলতায় পড়তে হবে না। ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নে শুধু প্রয়োজন ছিলো সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করা এবং সমাধানের জন্যেও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সংবাদ সম্মেলনে কর্মবিরতির পাশাপাশি মাসব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে আজ জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাছে চিঠি প্রদান, ২৫ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কালোব্যাচ ধারণ, ২৫ অক্টোবর কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সম্মুখে ২ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট এবং একই দিন সকল শাখায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মহাসমাবেশ ও জাতীয় সংসদ অভিমুখে মিছিল ও স্পীকার, সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ।